সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার সফরের আগে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

ফেব্রুয়ারি 13, 2024

আমি 13-14 ফেব্রুয়ারিতে একটি সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং 14-15 ফেব্রুয়ারি কাতারে যাচ্ছি। এটি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমার সপ্তম সফর এবং 2014 সালের পরে কাতারে দ্বিতীয় সফর।
গত নয় বছরে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং শিক্ষার মতো বিভিন্ন খাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক এবং মানুষে মানুষে সংযোগ আগের থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

আমি আবু-ধাবিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি মহামান্য শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং আমাদের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য উন্মুখ। আমি সম্প্রতি গুজরাটে হিজ হাইনেসকে হোস্ট করার সৌভাগ্য পেয়েছি, যেখানে তিনি ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট 2024-এ প্রধান অতিথি ছিলেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক মহামান্য শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের আমন্ত্রণে, আমি 14 ফেব্রুয়ারি 2024-এ দুবাইতে বিশ্ব সরকারের শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সমাবেশে বক্তব্য পেশ করব। আমার আলোচনা প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ শীর্ষ সম্মেলনের প্রান্তে দুবাইয়ের সঙ্গে আমাদের বহুমুখী সম্পর্ক জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করবেন।

সফরকালে আমি আবুধাবিতে প্রথম হিন্দু মন্দিরও উদ্বোধন করব। BAPS মন্দির হবে সম্প্রীতি, শান্তি এবং সহনশীলতার মূল্যবোধের প্রতি চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা, যা ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত উভয়ই ভাগ করে নেয়।
আমি আবু-ধাবিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমস্ত আমিরাত থেকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি সম্বোধন করব।

কাতারে, আমি আমির মহামান্য শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ, যার নেতৃত্বে কাতার অভূতপূর্ব উন্নতি এবং পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে চলেছে। আমি কাতারে অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও উন্মুখ।
ভারত ও কাতার ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের বহুমুখী সম্পর্ক উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক বিনিময়, দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আমাদের শক্তি অংশীদারিত্বকে শক্তিশালীকরণ, এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষায় সহযোগিতা সহ সকল ক্ষেত্রে গভীরতর হতে চলেছে। দোহাতে 800,000 এরও বেশি শক্তিশালী ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আমাদের জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রমাণ।

নতুন দিল্লি
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪